দৈনিক খবর 58

তারিখ 23 MAR 1990
পৃষ্ঠা ... ৭ ... ৯ ...

2

উপাচার্য মান্নান পদত্যাগপত্র পেশ করেছেন

।। স্টাফ রিপোর্টার ।।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক আব্দুল মান্নান গতকাল বৃহস্পতিবার চ্যান্সেলরের কাছে পদত্যাগপত্র পেশ করেছেন।

গতরাতে অধ্যাপক মান্নানের সাথে যোগাযোগ করলে তিনি বলেন, 'আমি অব্যাহতি পাওয়ার জন্য অপেক্ষা করছি।'

জানা গেছে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আব্দুল মান্নান শারীরিক অসুস্থতার কারণে দায়িত্ব পালন করা সম্ভব নয় উল্লেখ করে গতকাল পদত্যাগপত্র পেশ করেছেন। চ্যান্সেলরের কাছে পেশকৃত এ পদত্যাগপত্রে স্বাস্থ্যগত কারণকেই একমাত্র উল্লেখ করা হয়েছে বলে

শেষ পৃষ্ঠায় ৬ষ্ঠ কলামে

উপাচার্য মান্নান পদত্যাগপত্র

প্রথম পৃষ্ঠার পর

জানা গেছে। তবে এ পদত্যাগপত্র গৃহীত হয়েছে কি-না তা জানা যায়নি।

এ ব্যাপারে গতরাতে উপাচার্য মান্নানের সাথে যোগাযোগ করলে তিনি বলেন, আমি পদত্যাগপত্র পেশ করেছি। আই অ্যাম নাউ ওয়েটিং ফর রিলিজ।"

পদত্যাগের কারণ জানতে চাইলে তিনি বলেন, সম্পূর্ণ শারীরিক কারণে। বয়স হয়েছে। এখন দু'তলায় উঠতেও আমার কষ্ট হয়। এ অবস্থায় দায়িত্ব পালন করা আমার পক্ষে আর সম্ভব নয়।

দেশে ফেরার পরে রাষ্ট্রপতির সাথে আপনার দেখা কিম্বা কথা হয়েছে কি-না প্রশ্ন করলে উপাচার্য জানান, 'আমি তো আমার পদত্যাগপত্র পেশ করেছি। রিলিজ হলেই চলে যাবো। এর বেশী কিছু বলতে চাই না।'

দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পেলে বাকি জীবন কিভাবে কাটাবেন জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'আমি তো শিক্ষক। শিক্ষকতায় ছিলাম। আবারও শিক্ষকতায় ফিরে যাবো। আমার বিভাগে যোগদান করব।'

আপনি চলে যাবার পরে কে আসছেন আপনার আসনে? এ প্রশ্নের জবাবে অধ্যাপক মান্নান বলেন, পরে কে আসছেন, তাতো আমার বিষয় নয়। আমি চলে যেতে চাই। আমি পদত্যাগপত্র পেশ করেছি। এখন অব্যাহতির জন্য অপেক্ষা করছি।'

উপাচার্য বিষয়ক জল্পনা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরবর্তী উপাচার্য কে হবেন, তা নিয়ে এখন ব্যাপক জল্পনা-কল্পনা আর গুজব চলছে গোটা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস জুড়ে। কে উপাচার্য হচ্ছেন, এ ব্যাপারে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জনের নাম শোনা যাচ্ছে। তবে সকলেই ঐ ব্যাপারে মোটামুটি নিশ্চিত যে, বর্তমান উপ-উপাচার্যকে ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য করা হবে না এবং অন্য যে কোন একজনকে অন্তর্বর্তীকালীন উপাচার্য নিয়োগ করা হবে।

বিক্ষোভ প্রদর্শন

উপাচার্যের পদত্যাগ, বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেয়াসহ বিভিন্ন দাবীতে নয়টি ছাত্র সংগঠন ও জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলগতকাল বৃহস্পতিবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ভবনের সামনে বিক্ষোভ সমাবেশের মাধ্যমে অবস্থান ধর্মঘট পালন করে।

ডাকসু'র জি এস মুশতাক হোসেনের সভাপতিত্বে নয়টি ছাত্র সংগঠনের সমাবেশে বক্তব্য রাখেন ছাত্রনেতা শফী আহমেদ, আব্দুস সাত্তার খান, বজলুর রশিদ ফিরোজ প্রমুখ।

সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক আমান উল্লাহ আমানের সভাপতিত্বে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের নেতা রিজভী আহমেদ, নাজিম উদ্দিন আলম, মোশাররফ আহমেদ ঠাকুর, খায়রুল কবির খোকন, শফিক আহমেদ রানা, আবুল খায়ের ভূইয়া, খন্দকার জাহাঙ্গীর আলম ও রফিকুল ইসলাম জগলু।

পদত্যাগ হবে?

গতকাল বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রভোস্ট স্টান্ডিং কমিটির দেয়া বক্তব্যের প্রেক্ষিতে ক্যাম্পাসে নতুন করে প্রশ্ন উঠেছে- উপাচার্য কি সত্যিই চলে যাচ্ছেন?

প্রভোস্টদের বক্তব্যে মেয়াদ শেষ হবার আগে নির্বাচিত উপাচার্যের পদত্যাগের সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার অনুরোধ জানান হয়। তারা রাষ্ট্রপতির কাছেও বিষয়টি বিবেচনার দাবী জানান। এ বিবৃতির পরে উপাচার্যের পদত্যাগপত্র গৃহীত হবে কি-না তা নিয়ে ক্যাম্পাসে প্রশ্ন উঠেছে। পাশাপাশি উপাচার্যের পদত্যাগ দাবীকারী ছাত্র সংগঠনগুলো এ বক্তব্যে বেশ ক্ষুব্ধ হয়েছে। গতকালের বিক্ষোভ সমাবেশে তারা এর প্রতিবাদ করেছে।

এ ব্যাপারে গতরাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রাধ্যক্ষের সাথে যোগাযোগ করলে তিনি বলেন, চৌদ্দটি হলের প্রাধ্যক্ষদের সভায় সর্বসম্মতভাবে উপাচার্য ও সরকারকে এ অনুরোধ করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। একজন নির্বাচিত উপচার্যের পদত্যাগের ক্ষেত্রে একটা সৌজন্যমূলক দিকতো আছে। আজ সিনেট অচলাবস্থায় রয়েছে। এই মুহূর্তে আরেক জন নির্বাচিত উপাচার্য আসার সম্ভাবনা নেই। বর্তমান সমস্যার কোন সমাধানও দেখছি না। আবাসিক হলগুলোতো আমাদের চালাতে হয়। তাই গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধা তথা '৭৩-এর বিশ্ববিদ্যালয় আদেশের প্রতি শ্রদ্ধা দেখিয়ে আমরা এ অনুরোধ করেছি। কোন ব্যক্তির জন্য এ অনুরোধ নয়।